ফসলের নাম	:	সরিষা
জাতের নাম	:	**বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা জাত)**
ছবি	:	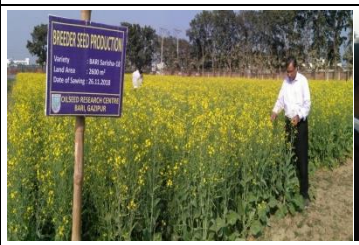
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। আমন ধান-পতিত/সরিষা-পাট/আউশ/ডাল জাতীয় ফসল/অন্যান্য ফসল শস্যবিন্যাসে চাষের উপযোগী। গাছের উচ্চতা ৯০-১২৫ সেমি.। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৮০-১৩০টি। এর শুটি বেশ লম্বা ও দু'কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি শুটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০টি। বীজের রং পিঙ্গল কালো। এ জাতের বীজের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ প্রায় ১.০৬%। বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
উপযোগী এলাকা	:	বাংলাদেশের সর্বত্রই এ জাতটি চাষ করা যায়। এ জাতটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে বিধায় পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, বরিশাল ও নোয়াখালী মতো সমুদ্র উপকূলীয় জেলা সমূহে চাষ করা যেতে পারে।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: নভেম্বর মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। বীজের পরিমান: প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি, প্রতি একরে ২.১-২.৪ কেজি ও বিঘা প্রতি ০.৭০-০.৮০ কেজি বীজ প্রয়োজন। সংগ্রহের সময়: এ জাতের সরিষার পরিপক্কতার সময় ৯৫-১০০ দিন। যখন গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ শুটি খড়ের রং ধারণ করে তখনই সরিষা কাটতে হবে।
ছবিসহ রোগবালাই	:	পাতা ঝলসানো রোগ হোয়াইট মোল্ড রোগ ক্লাব রোট রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	পাতা ঝলসানো ও হোয়াইট মোল্ড রোগ দেখা দিলে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ক্লাব রোট দেখা দিলে পরের বছরে সেই জমিতে সরিষা আবাদ করা যাবে না।
ছবিসহ পোকামাকড়	:	জাব পোকা কাটুই পোকা

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	জাব পোকা সীমিত পরিসরে দেখা দিলেই ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি বা এডমায়ার ২০০ এম এল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করতে হবে। কাটুই পোকা দেখা দিলে নাইট্রো-৫০৫ ইসি ২ মিলি/লি: লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২ বার বিকেল ৩টার পর ব্যবহার করতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশির ভাগ সার গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্চনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	প্রতি হেক্টরে ২০০০-২৫০০ কেজি।